দৈনিক সংবাদ

384

তারিখ APR 1 2 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

'শান্তি' আছে জহুরুল হক হলে!

কে বলে দেশের কোথাও শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। সর্বত্রই হানাহানি, সন্ত্রাস, খুনোখুনি। সন্ত্রাসীরা তো বটেই, এখন পুলিশও সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মাঝে মাঝে পুলিশে-সন্ত্রাসীতে বন্দুক যুদ্ধ হয়, কিছু গোলাগুলি বিনিময়- যথারীতি সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়, কখনো কখনো পুলিশও পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের হাতে এখন সারা দেশই প্রায় জিম্মি।

মানুষের মনে শান্তি নেই সন্ত্রাসের কারণে এটা যারা মনে করেন তাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল সরজমিনে দেখে আসতে। শান্তিপূর্ণ অবস্থা কাকে বলে। কিভাবে পুলিশ এবং সন্ত্রাসী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে।

গত বৃহস্পতিবার পুলিশ সাহস করে জহুরুল হক হলে ঢুকে পড়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল লালবাগ এলাকার সন্ত্রাসী এবং হত্যাসহ বহু মামলার আসামি টোকাই মিজানকে গ্রেফতার করা। টোকাই মিজান ছাত্রলীগ নেতা ও শামীম গ্রুপের প্রধান শামীম আহমেদের ক্যাডার এবং তারই প্রশ্রয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ জহুরুল হক হলে অবস্থান করছে। টোকাই মিজান শুধু ছাত্রলীগ নেতার সশস্ত্র ক্যাডারই নয়- জহুরুল হক হল এবং তার আশপাশের বস্তিসহ বিভিন্ন স্থানে ফেনসিডিলসহ যে মাদক ব্যবসা হচ্ছে তাও নিয়ন্ত্রণ করে। পুলিশ এবং ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে ভাগবাটোয়ারার ভিত্তিতে পরিচালিত ফেনসিডিল, হেরোইন, বাংলা মদসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবসা এখন ক্যাম্পাসকে গ্রাস করছে। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, মুক্তিপণ আদায়ের পাশাপাশি মাদক ব্যবসাও এখন ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী এবং তাদের গডফাদার ছাত্র নেতাদের আয়ের প্রধান উৎস।

বৃহস্পতিবার পুলিশের বেয়াদপি জহুরুল হক হলের শামীম গ্রুপের ক্যাডাররা মোটেই পছন্দ করেনি। সন্ত্রাসীরা পুলিশকে হল থেকে বের করে দেয়। অবশ্য বেহায়ার মতো শুক্রবারই পুলিশ আবার হলে ফিরে এসেছে। সন্ত্রাসীরাও হলে আছে। চলছে পুলিশে- সন্ত্রাসীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। আহ! কি শান্তি!

অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশে-সন্ত্রাসীতে গোলাগুলির ঘটনা তদন্ত করার জন্যে '৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি করেছে এবং উপাচার্য জোর দিয়ে বলেছেন ১০ দিনের মধ্যে অবশ্যই তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এর সম্ভাবনা যে একেবারেই ক্ষীণ সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তদন্ত কমিটি কি কখনো রিপোর্ট পেশ করার জন্য করা হয়? তদন্ত কমিটি আসলে করা হয় ঘটনার তাৎক্ষণিক উত্তাপ নিরসনে সাহায্য করার জন্যে। দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট যে বাক্সবন্দি হয়ে থাকে এটা কে না জানে?

আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বর্তমান উপাচার্যই কিছুদিন আগে বলেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হলই সন্ত্রাসীদের দখলে নেই। সব হলেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। তাই যদি হবে তাহলে এখন আর জহুরুল হক হলে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা তদন্ত করার প্রশ্ন আসে কেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব নেয়ার পর ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস ও ক্যাডার বাহিনী নিঃশেষ করার শপথ করেছিলেন। তার কিছু সুফলও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ইদানীং কোন কোন হলে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার, যাদের অনেকেই বহিরাগত তাদের দাপট বেড়েছে, দখলদারিত্ব বেড়েছে। আর জহুরুল হক হলে পুলিশে-সন্ত্রাসীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। অবস্থা এরকম চলতে থাকলে পুরো ক্যাম্পাসেই এক সময় পুলিশে-সন্ত্রাসীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হবে। গোঁজামিল দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস উৎখাত কোনভাবেই সম্ভব নয়। করতে হলে দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠেই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ঢাক ঢাক গুড় গুড় নয় আমরা জানতে চাই হলগুলো থেকে সন্ত্রাসীদের বের করার জন্যে উপাচার্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।